"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদেরকে পবিত্র জীবাত্মা হতে হবে। এইসময় কোনও পবিত্র জীবাত্মা নেই, এইজন্য কেউ নিজেদেরকে মহাত্মাও বলতে পারবে না"

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগী রাজত্বের পুরস্কার কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - যারা শ্রীমৎ অনুসারে স্মরণের রেস্ (প্রতিযোগিতা) করে নম্বর-ওয়ান হয়, তাদেরই রাজত্বের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। দ্রুত গতিতে পুরুষার্থ করলে রেজিষ্টারে ভালো নাম হবে আর পুরস্কারের অধিকারী হতে পারবে। বাচ্চারা তোমরা দূরদর্শী হয়ে অনেক দূরের রেস্ করো। এক সেকেণ্ডে শেষ সীমানা (পরম ধাম পর্যন্ত) পৌঁছে পুনরায় ফিরে আসতে পারো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - প্রথমে আমরা মুক্তিতে যাবো, তারপর জীবন্মুক্তিতে আসবো। তোমাদের মতো রেস্ আর কেউ করতে পারবে না।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ...

ওম্ শান্তি । এটা কারা বুঝতে পারবে যে অবশেষে সেই দিন এলো আজ? বাচ্চারাই বুঝতে পারবে যে অবশেষে সেই দিন এলো আজ, তাই তো এখন আমরা বাবার সম্মুখে আসতে পেরেছি। এই কথাটি আত্মা বলছে এই শরীরের দ্বারা। এখন তোমরা বসে আছো, জানো যে আমরা আত্মারা এখন পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে বসে আছি। হুবহু পাঁচ হাজার বছর আগেও আমরা আত্মারা অর্থাৎ জীবাত্মারা পরমাত্মার সম্মুখে এসে মিলিত হয়েছিলাম। আত্মা বলছে যে - এটা হলো আমার শরীর। শরীর বলবে না যে - এটা হল আমার আত্মা। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা অবশেষে আজ এসেছেন। তাঁকে অবশ্যই আসতে হবে, ভক্তির পর জ্ঞান প্রদান করার জন্য। জ্ঞানের দ্বারা সদ্গতি করার জন্য অবশেষে তিনি এসেছেন। এটা সমগ্র দুনিয়ার মানুষ জানে না। তিনি সমগ্র দুনিয়ার সামনে আসেন না। বাচ্চারা তোমাদেরও নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে বাবার প্রতি নিশ্চয় আছে। প্রথমে তো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে, তারপর নিশ্চিয় করে আমাদের বাবা পুনরায় এসেছেন। তোমরা বুঝতে পারো যে এইভাবেই সবাই নিশ্চয় করবে। কিন্তু এইরকম হয় না। এটা এমনই বিচিত্র যে বারংবার ভুলে যায়। আমরা হলাম আত্মা - পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে আছি - এটা ভুলে যায়। এটা তো দুনিয়ার সবাই জানে যে পতিত জীবাত্মাদেরকে পাবন বানাতে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন। জীবাত্মারা, পতিত আত্মাদেরকে পবিত্র বানাতে আসে না। সবাই হলো জীবাত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন এক বাবা-ই, তাঁকে জীব বলা হবে না কেননা তাঁর কোনও স্থুল-সূক্ষ্ম শরীর নেই। এটা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরা যে নামধারীদের দেখেছো, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের চিত্র দেখেছো, তারা সূক্ষ্ম বতনে থাকেন। তারাও হলেন সূক্ষ্ম জীবাত্মা। এটা বড়ই বোঝার বিষয়। সাধারণ মানুষ যদিও বলে দেয় যে অমুক মহাত্মা। কিন্তু পতিত দুনিয়াতে মহাত্মা কোথা থেকে আসবে! এখানে কোনও সুপ্রীম পাবন থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, সুপ্রীম বাবা পাবন বানিয়ে গেছেন। সত্যযুগে অর্থাৎ আদিতে দেবী-দেবতারা ছিলেন। এটা তো অবশ্যই বুঝতে পারো যে পবিত্র আত্মারা ছিলেন, এখন পতিত জীবাত্মারা আছে। পবিত্র জীবাত্মারাও ছিল। স্পষ্টভাবেই সত্যযুগ আদিতে সৃষ্টিতে পবিত্র জীবাত্মারা ছিলেন। তাদেরকে মহাত্মা বলা হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন পতিত দুনিয়াতে কোনও মহাত্মা থাকতে পারে না। সবাই হল পতিত জীবাত্মা। পতিত জীবাত্মা অবশ্যই অন্যদেরকেও পতিতই বানাবে। সেখানে পবিত্র জীবাত্মারা থাকে। তাহলে কি করবে? এমন নয় যে সেখানে তারা পবিত্র জীবাত্মা বানাবে। না। সেখানে তো পবিত্র বানানোর কথাই নেই। এই সময় সবাই পবিত্র জীবাত্মা হয়। সেখানে সবাই তো হল পাবন। এতটা পাবন কে বানাতে পারেন? বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তোমরা যখন দেবী-দেবতা ছিলে তখন পাবন ছিলে। এখানে এসে পতিত হয়েছো। এটা হলই পাপ জীবাত্মাদের দুনিয়া। শব্দটি খুব ক্লিয়ার করে বোঝাতে হবে - পাপ জীবাত্মা, কেননা এখন আত্মাও হল পতিত, শরীরও হল পতিত। সেখানে আবার কাউকে মহাত্মা বলা হবে না। সেখানে তো সবাই হল পবিত্র, বলাই হয় - দেবী-দেবতা। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, অহিংসা পরম ধর্ম জীবাত্মা। সম্পূর্ণ নির্বিকারী মানে সম্পূর্ণ পবিত্র। বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝানো হয় যে সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকার জন্য পুরুষার্থ করে। ভালো ভালো সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, যাদেরকে মহাত্মা বলা যায়। পবিত্র থাকার জন্য আলাদা থাকে। কিন্তু তারা তো হল নিবৃত্তি মার্গের। ভক্তিমার্গে তাদেরকে মহাত্মা বলা হয়, জ্ঞান মার্গে নয়। জ্ঞান আর ভক্তি দুটি আলাদা আলদা গাওয়া হয়ে থাকে। অর্ধেক কল্প সত্যযুগ ত্রেতাতে জ্ঞানের প্রালব্ধ থাকে, এখানে হলো ভক্তির প্রালব্ধ। এটা হলো ভক্তি মার্গ। প্রথমে ভক্তিও অব্যভিচারী হয়, তারপর অন্তে তমোপ্রধান ব্যভিচারী ভক্তি হয়। এখন ব্যভিচারী ভক্তির অন্ত হবে, তাই বাবা এসেছেন। বাবা একবারের জন্য এসে জ্ঞানের দ্বারা অর্ধেক কল্পের জন্য তোমাদের প্রালব্ধ বানান। তোমরা নম্বর ওয়ান পুরুষার্থ করছো। কেউ কেউ তো

রাজা-রাণী, কেউ আবার প্রজা বা দাস-দাসী হয়ে যায়, কেননা রাজধানী স্থাপন হচ্ছে।

তোমাদের বুদ্ধি এখন দূরদর্শী হয়েছে। দূরদর্শী বুদ্ধিকে ত্রিকালদর্শী বলা হয়। যার মধ্যে তিন লোক, তিন কালের জ্ঞান আছে তাকেই ত্রিকালদর্শী বলা হয়। তোমরা এখন তিন-লোককে জেনে গেছো। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন আর স্থূলবতন - তিনলোক হল তাই না। তোমরা এখন দূরদর্শী হয়ে গেছো। তোমাদের বুদ্ধি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যায় - নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ দুর্বল হলে প্রতিযোগিতায় পিছনে থেকে যায়। এটা তো হল অনেক বড় দূরদেশে যাওয়ার রেস। আত্মাদের রেস আগে কখনও শোনোনি। তোমরা আত্মারা জানো যে আমরা হলাম স্টুডেন্ট, এটা হলো আমাদের রেস। পরমধামে পৌঁছে পুনরায় ফিরে আসতে হবে। তোমাদের আত্মাদের এটা হল অনেক বড় রেস। বুদ্ধি জানে যে বাস্তবে আমরা হলাম সেখানকার অধিবাসী। এক সেকেণ্ডে আমরা সেখানে পৌঁছে যাবো, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবো। আমরা আসলে পরমধামের নিবাসী। যথার্থ রীতি বুদ্ধি জানে যে - আমরা পরমধাম যাবো পুনরায় ফিরে আসবো। যেরকম দৌড় প্রতিযোগিতায় সীমানা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়। আমরাও বাবার কাছে যাবো, পুনরায় ফিরে আসবো। এখন আত্মারা রেস করা শিখছে। তোমরা সবাইকে বলো যে মন্মনা ভব, বুদ্ধির যোগ নিজের বাবা আর পরমধামের সাথে রাখো, যেখানে তোমরা অশরীরী হয়ে থাকো। এটা কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই যথার্থ রীতিতে আছে। তিনকাল, তিনলোকের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। ৮৪ জন্মের জ্ঞান আর কারো মধ্যে নেই। তোমরা জানো যে আমাদেরকে এই ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া থেকে, ছিঃ-ছিঃ শরীর থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। আমরা যাচ্ছি। বাবা প্রতিদিন এই রেস করা শেখাচ্ছেন। তোমাদের রেস হল অবিনাশী। বাবাকে যতবেশী স্মরণ করবে ততই তোমাদের রেজিস্ট্রার ভালো থাকবে। সবাই বলবে যে এর বুদ্ধির যাত্রা খুবই দ্রুত। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না, বিকর্মের বোঝা থেকে যাবে। প্রজা বা দাস-দাসী হওয়া, এটা কোনও প্রাইজ নয়। নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়া - একেই উপহার বলা যায়। বাবা রাজত্বের উপহার দেন, যদি তাঁর শ্রীমতে চলে স্মরণের দৌড় লাগায় তো। কেউ কেউ তো দুই কদমও দৌড় লাগায় না। যদি কম পুরুষার্থ করে প্রজা হও তাহলে অত্যন্ত কম পদমর্যাদা হবে। এখানে থেকেও কম পুরুষার্থ করলে রাজধানীতে কম পদ পাবে। তোমাদের বুদ্ধি এখন বৃহৎ এবং অসীম হয়ে গেছে।

এখন ব্যাঙ্গালোর, ম্যাড্রাসের বাচ্চারা বসে আছে, তাদেরকে ম্যাড্রাসী ভাষায় কেউ বসে বোঝাও। আমাদের ভাষা তো হল হিন্দী। কল্প পূর্বেও এইভাবে বুঝিয়েছিলাম। বলে যে ভগবান সব ভাষা কেন জানেন না? কিন্তু ড্রামাতে নেই। ড্রামাতে থাকলে আমি সব ভাষাতেই ভাষণ করতাম। মনে করো এখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বাচ্চারা বসে আছে, তাহলে আমি সব ভাষাতেই বসে বলবো কী? এটা তো সম্ভব নয়। এক-দুজনকেও কতক্ষণ বলবো! বিশৃঙ্খলা হবে। তো বোঝাতে হবে যে বাবা কল্প পূর্বে যে ভাষাতে বুঝিয়েছিলেন, সেই ভাষাতেই বোঝাচ্ছেন, এইজন্য হিন্দীর এতো জোর। ইংরাজিও অত্যন্ত জরুরী কেননা এর কানেকশন ইংরাজির সাথে বেশী আছে। রাশিয়া, আমেরিকার ভাষাও নিজস্ব। যদিও সকলেই এক খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী কিন্তু ভাষা অনেক আছে। এখানেও সকল ভারতবাসীরা হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের কিন্তু নিজের ধর্মকে সবাই ভুলে গেছে। অনেক ভাষা হয়ে গেছে। সবই মিক্সচার হয়ে গেছে। যার যে ভাষা, তাকে সেই ভাষায় শোনাতে হবে। এরজন্য অত্যন্ত হুশিয়ার বাচ্চা চাই, যে নিজে বুঝে অন্যদেরকে বোঝাতে পারবে। এমন সাথী সাথে করে আনতে হবে, যে অ্যাকুরেট বোঝাতে পারবে। এটা হলো সবথেকে বড় চৈতন্য তীর্থ। অন্যান্য সব হলো জড় তীর্থ। সাধু, সন্ত, মহাত্মা সবাই সেখানে যায়। অনেক দূরে-দূরে যায়। যিনি ভারতকে পাবন বানিয়ে গেছেন, তাঁরই মন্দিরে যায়। এটাও হলো বোঝার বিষয় তাই না। বাবা বলছেন মনুষ্যসৃষ্টি রূপী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, তার পাতার বিস্তার কতো বোঝাবো! তোমরা তো বুঝে গেছো - এরা হল ছোটো ছোটো শাখা-প্রশাখা। প্রশাখাতে কত পাতা থাকে। অসংখ্য মঠ-পথ আছে। তোমাদের শিকড় তো অনেক বড় হওয়া উচিৎ। পাতাও অসংখ্য হওয়া উচিত। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম সত্যযুগ থেকে চলে আসছে। তাহলে হিন্দু কতো হবে! কিন্তু তারা আর হিন্দুই নেই, অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। এটা হলো কল্প বৃক্ষ, শুরুতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মার ছিলেন। যারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় তারা বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, কিন্তু কনভার্ট হয়ে গেছে। বাবা বলছেন - আমি এসে সেই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। যারা কনভার্ট হয়ে গেছে তারাই পুনরায় এসে উত্তরাধিকার নেবে। যখন নিজেদেরকে দেবী-দেবতা বলে পরিচয় দেওয়ার কেউ থাকবে না, তখন বাবা আসেন। এসে বোঝান - তোমাদের জড় স্মরণিক উপস্থিত রয়েছে। যীশু খ্রীষ্টান যখন আসে তখন তার ধর্মের চর্চা ইত্যাদি হয় না। এখানে তো এখনও দেবী-দেবতাদের মন্দির ইত্যাদির চিহ্ন আছে। তোমাদের যখন রাজ্য হবে তখন যীশু খ্রীষ্ট প্রমুখদের নাম চিহ্নও থাকবে না। এখানে তো সকলের নাম চিহ্ন আছে। তোমরা জানো যে যীশু খ্রীষ্ট কবে এসেছেন, খ্রীষ্টান ধর্ম কিভাবে স্থাপন হয়েছে? যীশু খ্রীষ্ট এখন কোন্ শরীরে থাকবেন? অবশ্যই পতিত শরীরেই থাকবেন। নিজে তো পাবন ছিলেন তাই না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান

আছে। বাবা তোমাদেরকে দূরদর্শী বানিয়েছেন। আমরা আত্মারা কোথায় থাকি? কোথা থেকে আসি? এটা কারো জানা নেই। থাকার স্থানকেই পরমাত্মা ভেবে নিয়েছে। বাস্তবে আত্মা পতিত হওয়ার সাথে সাথে শরীরও পতিত হয়ে যায়। সাধু সন্ন্যাসীরা বলে দেয় - মিথ্যা শরীর, মিথ্যা মায়া...। শবদেহকেই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করার জন্য চিতার উপর বসানো হয়। আত্মাকে তো চিতাতে বসানো হয় না। চিতাতে শবদেহকেই শোয়ানো হয়। আত্মা তো এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে। এটা হলো বোঝার বিষয়। যে কোনও সাধুসন্তকে তোমরা গিয়ে বোঝাতে পারো। এই পতিত দুনিয়াতে কোনও মহাত্মা নেই। মহান আত্মাদেরকে পাবন আত্মা বলা হয়। তো শরীরও পবিত্র চাই তাই না। এরা হলই আয়রণ এজেড্। কিন্তু কন্যাদের যতক্ষণ বিবাহ না হয়, ততক্ষণ তাদের পূজা করা যায়। পবিত্রতার জন্যই আহ্বান করে - এসে আমাদেরকে পাবন পবিত্র বানাও। যখন তারাই পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করতে থাকে, তাহলে তোমরা তাদেরকে মহান আত্মা কিকরে বলে থাকো! মহাত্মা তো কেউই নয়। ইনি হলেন বিচিত্র পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা জানো যে আমরা পবিত্র জীবাত্মারা দেবী-দেবতা ছিলাম, এখন পতিত হয়ে গেছি। আমরা ধর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছি। খ্রীষ্টানরা নিজের ধর্মকে জানে। শীঘ্রই বলে দেবে যে আমরা হলাম খ্রীষ্টান। তোমরা সবথেকে শ্রেষ্ঠ ধর্মের আত্মারা নিজের ধর্মকে ভুলে গেছো। ভুলে যাওয়ার কারণে ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছো। তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে, এখন রাবণ তোমাদেরকে ভ্রষ্টাচারী বানিয়ে দিয়েছে। এর অর্থও তোমরা বুঝতে পারো। বাচ্চারা তোমরা এখন নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানানোর জন্য ধারণা করছো। শ্রীমৎ উল্লঙ্ঘন করলে ভাগ্যের রেখা খন্ডিত হয়ে যায়। এটাও ভুলে যায় যে শ্রীমৎ প্রদান করেন বাবা। তো অবশেষে সেই দিন এলো আজ, এটা তোমরাই জানো। সবাই অ্যাকুরেট (নিঁখুতভাবে) জানে না। অন্তিম সময়ে জানতে পারবে, তখন সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে। এখন তো প্রায়শঃই ভুলে যায়। কোনও ব্যতিক্রমী আত্মাই সত্য কথা বলে। অন্যান্যরা তো মিথ্যা বলতে দেরী করে না। মায়া ভালো ভালো শক্তিবান আত্মাদেরকেও থাপ্পড় মেরে দেয়। বাবা তো সব জানেন, বলেন যে - তোমরা ভুল করছো, অনেক বড় ডিস সার্ভিস করছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দূরদর্শী হয়ে তিন লোক আর তিন কালকে জেনে বুদ্ধির দ্বারা রেস করো। এই ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া, ছিঃ-ছিঃ শরীর থেকে মুক্ত হতে হবে।

২) মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। শ্রীমতের উল্লঙ্ঘন করে ডিস্ সার্ভিস করবে না।

বরদানঃ- লৌকিক বৃত্তি দৃষ্টির পরিবর্তন করে অলৌকিকতার অনুভবকারী জ্ঞানী তু আত্মা ভব

লৌকিক সম্বন্ধীদের মধ্যে থেকে লৌকিক সম্বন্ধীদের না দেখে আত্মাকে দেখো। আত্মাকে দেখলে হয় খুশী আসবে, না হয় দয়া হবে। এই আত্মা বেচারা পরের বশে আছে, অজ্ঞানে আছে, অজ্ঞাত আছে, আমি হলাম জ্ঞানবান আত্মা তাই সেই অজ্ঞাত আত্মাকে দয়া করে নিজের শুভভাবনার দ্বারা পরিবর্তন করে দেখাবো। নিজের বৃত্তি এবং দৃষ্টিকে পরিবর্তন করাই হল অলৌকিক জীবন। যে কাজ অজ্ঞানী আত্মারা করে সেই কাজ তোমরা জ্ঞানী তু আত্মারা করতে পারো না। তোমাদের সঙ্গের রঙ তাদের লাগা উচিৎ।

স্লোগানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা বিশ্বপিতার নাম প্রসিদ্ধ করাই হলো বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;